সমকাল

21 NOV 2013

2 ... 2

প্রাথমিক সমাপনীতে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ

সাতক্ষীরা-দিনাজপুরে আটক ৫

■ সমকাল ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সাতক্ষীরায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। দিনাজপুরে আটক করা হয় একটি কোচিং সেন্টারের মালিককে। পঞ্চগড়ে গণিত পরীক্ষার হাতে লেখা প্রশ্ন মঙ্গলবার রাতে দুই থেকে চার হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে হাতে লেখা প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

সাতক্ষীরা : পিএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে সাতক্ষীরায় আটক ৪ জন হলো- সদর উপজেলার বাবুইগাছা গ্রামের সাইদুল ইসলাম, রামেরডাঙ্গা গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় হাওলাদার, আশাশুনি উপজেলার ফটিকখালী গ্রামের জয়ন্ত সরকার ও টিকেট গ্রামের রঞ্জন হাওলাদার। সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি এনামুল হক জানান, মঙ্গলবার রাতে শহরে একটি দোকান থেকে ফটোকপি করার সময় প্রশ্নের উত্তরসহ ৪ জনকে আটক করা হয়।

দিনাজপুর : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রথম দিনে দিনাজপুরে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপিসহ মাসুদ একাডেমি নামে একটি কোচিং সেন্টারের মালিককে আটক করেছে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে উদ্ধার করা হাতে লেখা প্রশ্নপত্রের ৮০ ভাগ মিল খুঁজে পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক আবদুল কাদের জিলানী। ওই কোচিং সেন্টারের মালিক মাসুদ রানা (৩০) দিনাজপুর শহরের উত্তর বালুবাড়ী মহল্লায় বাসিন্দা। বুধবার সকালে পরীক্ষা শুরুর আগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রহমানের নেতৃত্বে কোতোয়ালি থানা পুলিশের একটি দল বালুবাড়ীর কোচিং সেন্টার থেকে তাকে আটক করে।

এদিকে আসন বিন্যাসে বিভ্রান্তির কারণে সিট (আসন) খুঁজে পেতে পুলিশ লাইন্স স্কুলকেন্দ্রে অভিভাবকদের ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ৫ পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে সেন্ট ফিলিপস স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রী আর্নিকা আফরোজ পলির অবস্থা গুরুতর। এ কারণে পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্নপত্র পৌঁছাতে বিলম্ব হয়েছে ১৫ থেকে ২০ মিনিট।

পঞ্চগড় : পঞ্চগড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শ্রেণী শিক্ষক প্রশ্নপত্র বিক্রির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। বুধবার অনুষ্ঠিত গণিত পরীক্ষার হাতে লেখা প্রশ্নপত্র আগের দিন রাতেই অনেক অভিভাবকের কাছে পৌঁছে। কয়েকজন অভিভাবক জানান, অপরিচিত এক ব্যক্তি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিচয় দিয়ে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে হাতে লেখা প্রশ্নপত্র দিয়েছেন।

তবে প্রশ্নপত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইয়ামিন হোসেন প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে অস্বীকার করলেও জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. মনির হোসেন বলেন, একটি চক্র ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে মনে হয়।